এখন সময় হাইব্রিড ডেটিংয়ের

স্বাধীন রহমান

বর্তমানে মানুষের জীবনজুড়ে ও স্যোশাল মিডিয়াজুড়ে এমন কিছু শব্দ ঘুরপাক খায় যার অর্থ খুঁজতে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়। আবার এমন কিছু ট্রেন্ড চালু হয়ে যায় হুট করে যেগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া একটু কঠিন হয়ে ওঠে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেকে সেইসব শব্দ ও ট্রেন্ডের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।

ভালোবাসা একটি চমৎকার অনুভূতি। এটি কখনও হাসায়, কখনও কাঁদায়, আবার কখনও শেখায়, কখনও ধোঁকা দেয়। এরপরেও মানুষ পৃথিবীতে রয়েছে, থাকে ভালোবাসা আর মায়ার লোভে। তা হতে পারে মায়ের ভালোবাসা, হতে পারে বাবা কিংবা ভাই বোন বা পরিবারের ভালোবাসা। এর বাইরে যে সম্পর্কটি মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হলো, একজন ভিন্ন মানুষের সঙ্গে নিজেকে ভালোবাসার বন্ধনে বাধা। তার সঙ্গে না থাক কোনো রক্তের সম্পর্ক, না থাক কোনো অতীত সম্পর্ক। হঠাৎই একটা মানুষ বাবা-মা বা পরিবারের মতো জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যে বিপদে আগলে রাখে, সাহস দেয়, মুহূর্তগুলোকে সুন্দর করে। এই ভালোবাসার সম্পর্ক যুগের পর যুগ বদলেছে। বদলেছে যোগাযোগের ধরন। বদলেছে ব্যক্তিগত চাহিদা। এক যুগে কবুতরের পায়ে চিঠি লাগিয়ে প্রিয়তমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ধীরে ধীরে প্রযুক্তির হাত ধরে তা বদলে গেছে। তৈরি হয়েছে নতুন নতুন ডেটিং কনসেপ্ট।

হাইব্রিড ডেটিং কী

মানুষ বাস্তব জীবনে কিছুটা সময় একে অপরের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশাপাশি, অনলাইন মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখে। মাধ্যম হয় ডেটিং অ্যাপস বা সোশ্যাল মিডিয়া। যোগাযোগের পর ভালো লাগলে তারা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়ে। একে বলা হচ্ছে হাইব্রিড ডেটিং।

মূল বৈশিষ্ট্য

অনলাইন এবং অফলাইন সমন্বয় করে মূলত এই ডেটিং শুরু হয়। অনলাইনে পরিচিতি হওয়ার পর দুজন মানুষ একে অপরের সম্পর্কে প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা শুরু করে। কিছু সময় একসঙ্গে কাটানোর পর তারা অফলাইনে অর্থাৎ সামনাসামনি দেখা করে। আর এই দেখা হওয়া তাদের নিজেদের বাস্তব জীবন সম্পর্কে ধারণা দেয়। ধীরে ধীরে সম্পর্কে আরও গভীরতা আসা শুরু করে।

সম্পর্ক কিছুটা গভীর হলে তারা নিজেদের দিকে মনোযোগ দেয়। অনলাইনে কথা বলার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের ব্যক্তিত্ব এবং আগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারে, যা পরবর্তীতে অফলাইনে দেখা হওয়ার সময় তাদের জন্য সহজ হয়।

নিজেকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং নিরাপত্তার মধ্যে থাকাটা অনেক বেশি জরুরি। একজন ব্যক্তির প্রাথমিকভাবে নিরাপদ দূরত্বে থেকে অনলাইন যোগাযোগমাধ্যমে অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া উচিৎ। এতে করে পরে যখন তারা অফলাইনে একে অপরের সঙ্গে দেখা করে, তখন তাদের মধ্যে বিশ্বাস এবং স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হয়।

ডেটিংয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সঠিক জায়গা নির্বাচন করা। যেখানে বসে সময় অতিবাহিত করা হবে। অনলাইন মাধ্যমে প্রথমে পরিচিত হওয়া এবং তারপর অফলাইনে দেখা হওয়া। অফলাইনে কথা বলেই ডেটিংয়ে যাওয়া মানুষটির পছন্দ-অপছন্দ মিলিয়ে জায়গা নির্ধারণ করতে সুবিধা হয়। এভাবেই মানুষ তাদের ডেটিংয়ের সময় ও স্থান যথাযথভাবে বেছে নিতে পারে।

কারা করছে

হাইব্রিড ডেটিং মূলত মিলেনিয়ালস (জন্ম ১৯৮১-১৯৯৬) এবং জেনারেশন জেড (জন্ম ১৯৯৭-২০১২) প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর মূল কারণ হলো এই প্রজন্ম প্রযুক্তির সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। তারা ডিজিটাল যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। নতুন সম্পর্কের ধরনের এসেছে আমূল পরিবর্তন। কবুতরের পা থেকে এখন চিঠি পৌঁছে গেছে মানুষের হাতের মুঠোয়। আর সময়ের পালাবদলে, প্রজন্মের আধুনিকতায়, সম্পর্কের নতুন ধরন এবং স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ এই প্রজন্মের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানসিক প্রস্তুতি এবং শারীরিক সাক্ষাৎকারের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে চায়। যা মূলত হাইব্রিড ডেটিংয়ের মাধ্যমেই সম্ভব।

জনপ্রিয়তা

বর্তমানে অনেকেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। কারণ এর ফলে মানুষ সম্পর্কে জেনে তারপর সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুবিধা। এটি নিরাপদ, সুবিধাজনক এবং অত্যন্ত কার্যকর। বিশেষ করে যারা ব্যস্ত জীবনযাপন করেন, তাদের জন্য এটি খুবই উপযোগী হতে পারে। কারণ অনলাইনে সহজে যোগাযোগ করা সম্ভব এবং পরে বাস্তবে দেখা করার সময় নির্ধারণ করা যায়। এটি মূলত সেইসব ব্যক্তির জন্য আকর্ষণীয় যারা অফলাইন ও অনলাইন যোগাযোগের সমন্বয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে হাইব্রিড ডেটিংয়ের জনপ্রিয়তার কারণ এই প্রজন্মের মানুষের প্রযুক্তি নির্ভর জীবনযাপন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন পন্থা অনুসন্ধান করতে বেশি পছন্দ করে। এই প্রবণতা হাইব্রিড ডেটিংয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। মিলেনিয়ালস এবং জেনারেশন জেড প্রজন্ম সাধারণত অনলাইনে সম্পর্ক গড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এই প্রজন্ম প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দক্ষ, তাই তারা সহজেই অনলাইন এবং অফলাইন সম্পর্কের সমন্বয়ে আগ্রহী। তারা বিভিন্ন ডেটিং অ্যাপস যেমন টিন্ডার, বাম্বেল, ওকেকিউপিট ব্যবহার করে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়। তবে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ডেটিং অ্যাপ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। জীবনে ব্যস্ততা সম্পর্কের অন্যতম একটি উপাদান। ব্যস্ততম জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই প্রজন্ম বেশিরভাগ সময় তাদের কর্মজীবন এবং অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যার ফলাফল হিসেবে দাঁড়ায় তারা একে অপরকে অনলাইনে আগে থেকে জানার পর বাস্তবে দেখা করার সময় বেছে নেয়। এতে করে তারা সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

নেতিবাচক দিক

হাইব্রিড ডেটিংয়ের যেমন কিছু ইতিবাচক দিক আছে, তেমনি এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে।

ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি

অনলাইনে কারো সঙ্গে পরিচিত হলে প্রথমেই তার আসল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না। সবাই সেখানে নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপন করে, যা বাস্তব জীবনে দেখা হলে ভিন্ন হতে পারে। ফলে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল ধারণা বা প্রত্যাশা সৃষ্টি হতে পারে।

নিরাপত্তা ঝুঁকি

হাইব্রিড ডেটিংয়ে প্রথমে অনলাইনে পরিচিতি হওয়া এবং পরে অফলাইনে দেখা হলে, কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকতে পারে। অনলাইন মাধ্যমে পরিচিত হওয়া মানুষটির আসল পরিচয় বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা কঠিন হতে পারে। এর ফলে প্রতারণা বা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, বিশেষ করে যদি সঠিকভাবে পরিচিতি না হয়।

মিলের অভাব

অনলাইনে প্রথম পরিচিতি হওয়া এবং একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর সময়, অনেক ক্ষেত্রে আবেগের গভীরতা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃত অনুভূতি তৈরি হতে সময় নিতে পারে। বাস্তবে দেখা করার পর সেই গভীরতা তৈরি না হলে, সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে বা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হতে পারে।

সামাজিক চাপ

হাইব্রিড ডেটিংয়ের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলার সময়, কিছু মানুষ সামাজিকভাবে বা পারিবারিকভাবে চাপ অনুভব করতে পারে। তারা যখন একে অপরকে জানার জন্য দেখা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন নিজেদের মধ্যে অথবা তাদের বন্ধু-বান্ধব বা পরিবার থেকে চাপ অনুভব করতে পারে।

হাইব্রিড ডেটিং একদিকে যেমন সুবিধাজনক এবং নিরাপদ হতে পারে, তেমনি এর নেতিবাচক দিকগুলোও গুরুত্ব সহকারে দেখা প্রয়োজন। সম্পর্ক গড়ার সময় সতর্কতা এবং সঠিক চিন্তা-ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে প্রথমদিকে অনলাইন যোগাযোগের পর অফলাইনে দেখা করার ক্ষেত্রে।